দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

248

# শিক্ষাঙ্গন

## গণমুখী শিক্ষার গুরুত্ব

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যখন শিক্ষিতের হার বাড়ছে, শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত হচ্ছে তখন ভাবতে অবাক লাগে যে, আমাদের দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। যে মানুষ সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য কাজ করে থাকে সে মানুষকে অশিক্ষিত রেখে সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই দৃঢ় উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষার প্রসারের জন্য শুধু সরকার নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে নিরক্ষরতা সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায়। শিক্ষাকে অবশ্যই গণমুখী করতে হবে। সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ছাড়া শিক্ষাকে গণমুখী করা সম্ভব হবে না। সুশিক্ষার আলো ছাড়া কোন জাতির চরিত্র গঠন সঠিক হতে পারে না। শিক্ষার অপর নাম সভ্যতা। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। শিক্ষাকে শুধু বই লিখতে আর পড়তে জানা নয়। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করে— মানুষের মনকে আলোকিত করে— মানুষের মানসিক উন্নতি সাধান করে অবক্ষয়কে রোধ করে। শিক্ষা মানুষের অন্তরে উচ্চতর মূল্য বোধের জন্ম দেয়। শিক্ষার লক্ষ্য হলো মানুষকে মহৎ করে গড়ে তোলা। সেটাই হলো প্রকৃত শিক্ষা যে শিক্ষা আদর্শ মানুষ ও উন্নত সমাজ গড়তে পারে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিটি মানুষ যেদিন সমাজ-সচেতন হয়ে উঠবে সেদিনই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে। আর তাই শিক্ষাকে গণমুখী করে তার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

মানুষের জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর করার লক্ষ্যে শিক্ষার ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। এমন শিক্ষা মানুষকে দিতে হবে যে শিক্ষা মানুষকে মহান করে, বিবেকবান করে ও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। আর এ শিক্ষার বিস্তার প্রতিটি মানুষের জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।

শিক্ষাই সফলতা আনবে, চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলবে। হিংসা-দ্বেষ দূর করবে প্রকৃত ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায়। বড় বড় বুলি আর আকাশচুম্বী বক্তৃতা দিয়ে নয়—প্রকৃত শিক্ষা দিয়েই মানুষের ক্রোধকে বিনাশ করে ধ্বংস করে মানুষের মনের কলুষতা। অপরাধীকে ক্ষমা করা আর দুর্বলের প্রতি সমবেদনা জানানোর নাম শিক্ষা। সবার উপরে শিক্ষা মানুষের জীবনকে মধুময় করে তুলে। প্রকৃত শিক্ষা শান্তি আনে, হতাশা দূর করে আর সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে সহায়তা করে।

আমরা যদি শিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে গণমুখী করে তুলতে পারি তাহলে সমাজে কর্তব্য সচেতন মানুষের অভাব হবে না। কর্তব্য সচেতন মানুষ দেশ ও জাতির মুক্তি আনে। চলার পথে জঞ্জাল অপসারণ করে কুসংস্কার মুক্ত মন ও মানসিকতার জন্ম দানে সহায়তা করে। শিক্ষাকে গণমুখী না করলে জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় হবে না। তাই সুশিক্ষার বাস্তবায়ন একান্তভাবে কাম্য হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

—আফতার চৌধুরী